পুলসিরাতের ভয়াবহতা

- পুলসিরাত পনেরো হাজার বছরের রাস্তা
- পুলসিরাত দিয়ে সহজে কে অতিক্রম করতে পারবে?
- পুলসিরাত অতিক্রম কারীদের বিভিন্ন ধরণ
- ফোনের মিউজিক্যাল টোন
- সামুদ্রিক ভূমিকম্পের ধ্বংসলীলা

শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল
মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করবো।" (আল কওলুল বদী)

সূচীপত্র

বিবরণ	পৃষ্ঠা	বিবরণ	পৃষ্ঠা
দরূদ শরীফের ফযীলত	২	(৫) বাজারে যিকিরের ফযীলত	১৮
পুলসিরাতের ভয়াবহতা (ঘটনা)	২	জান্নাতে ঘর বানান	১৯
পুলসিরাত তরবারীর ধারের চেয়েও বেশি ধারালো	৪	প্রিয় নবী ﷺ বলতে থাকবেন رَبِّ سَلِّمْ	১৯
		নূর থেকে বঞ্চিত লোকেরা	২০
তবে তুমি এরূপ হাসো কিভাবে? (ঘটনা)	৪	তোমার জন্য কোন নূর নাই!	২১
খুশি হওয়াতে আশ্চার্য	৫	নূরের দৃষ্টির অন্বেষণকারী বঞ্চিত ভিখারী	২১
প্রত্যেককেই পুলসিরাত অতিক্রম করতে হবে	৫	ঈমানের উপর শেষ পরিনতির গ্যারান্টি কারো কাছে নেই	২২
অপরাধীরা জাহান্নামে পতিত হবে	৬	আযানের সময় কথাবার্তা	২৩
সাহাবীর কান্না (ঘটনা)	৭	ফোনের মিউজিক্যাল টোন	২৩
'وَارِدُهَا' দ্বারা উদ্দেশ্য	৭	এক হাজার বছর পর দোযখ থেকে মুক্তি লাভ	২৪
আহ! আমার মা যদি আমাকে জন্মই না দিতো	৮	৪০ বছর পর্যন্ত হাসেননি	২৫
পুলসিরাত পনেরো হাজার বছরের রাস্তা	৯	হোঁচট খেতে খেতে চলা ব্যক্তি	২৬
পুলসিরাত দিয়ে সহজে কে অতিক্রম করতে পারবে?	৯	আমার কি হবে!	২৭
		পুলসিরাত অতিক্রম করার বিভীষিকাময় কল্পনা	২৭
পুলসিরাত অতিক্রম কারীদের বিভিন্ন ধরণ	১০	জাহান্নামে পতিতদের চিৎকার	২৯
আখিরাতে অভাবের একটি কারণ	১২	সেখানে কে নির্ভয় থাকবে	৩০
সম্পদ বেশি তো শাস্তিও বেশি	১২	নির্বোধের মতো ভয়	৩০
"ভারি বোঝা" এর সংজ্ঞা	১৩	ধীরে ধীরে নয় একেবারেই গুনাহ ছেড়ে দিন	৩২
বোঝাই বোঝা	১৪	তাওবা কবুলের জন্য তিনটি শর্ত	৩৩
আমি যদি জাহান্নামে পতিত হই তবে!	১৪	ধীরে ধীরে নয় সাথেসাথেই সংশোধন হওয়া উচিৎ	৩৪
প্রতিদিন পরকালীন বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করুন	১৬		
নূর সম্পন্ন মুসলমান	১৬	২ লাখ ২০ হাজারের চেয়েও বেশি মৃত্যু	৩৪
নূরে ঈমানের শান	১৭	সামুদ্রিক ভূমিকম্পের ধ্বংসলীলা	৩৪
হাশরে নূর প্রদান করা সম্পর্কিত প্রিয় নবী ﷺ এর পাঁচটি বাণী:	১৭	এরূপ ঘটনা নতুন নয়	৩৬
		দুনিয়া মন লাগানোর স্থান নয়	৩৭
(১) নামাযীরা নূর পাবে	১৭	করে নাও তাওবা, আল্লাহ পাকের দয়া অনেক মহান	৩৮
(২) অন্ধকারে মসজিদে যাওয়ার ফযীলত	১৮		
(৩) সমস্যা সমাধান করার ফযীলত	১৮	বাগানের দোলনা	৩৮
(৪) لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰه ১০০বার পাঠ করার ফযীলত	১৮	তথ্যসূত্র	৪২

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো اِنْ شَآءَ الله স্মরণে এসে যাবে।" **(সা'য়াদাতুদ দা'রাঈন)**

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

পুলসিরাতের ভয়াবহতা (১)

শয়তান লাখো কুমন্ত্রণা দিক, তবুও এই পুস্তিকাটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পড়ে নিন। اِنْ شَآءَ الله আপনি আপনার অন্তরে মাদানী পরিবর্তন সাধিত হওয়া অনুভব করবেন।

দরূদ শরীফের ফযীলত

প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আমার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করা পুলসিরাতে নূর হবে, যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার প্রতি ৮০বার দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার ৮০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে। **(আল জামেউস সগীর, ৩২০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৫১৯১)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!   صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

পুলসিরাতের ভয়াবহতা (ঘটনা)

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর এক দাসী উপস্থিত হয়ে বললো: আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, জাহান্নামে আগুন

১ এই বয়ানটি আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর তিনদিনের সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় (১,২,৩ মুহাররম ১৪২৬ হিজরি/ ফেব্রুয়ারী ২০০৫ ইংরেজি বাবুল ইসলাম সিন্ধু প্রদেশে) করেন। প্রয়োজনীয় সংযোজন ও বিয়োজন সহকারে উপস্থাপন করা হলো।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না।" **(হাকিম)**

প্রজ্বলিত করা হয়েছে, আর এর উপর পুলসিরাত রেখে দেওয়া হলো। অতঃপর উমাইয়া বংশীয় খলিফাদের নিয়ে আসা হলো, সর্বপ্রথম খলিফা আব্দুল মালিক বিন মারওয়ানকে নির্দেশ দেওয়া হলো যে, পুলসিরাত দিয়ে গমন করো, সে পুলসিরাতের উপর চলতে লাগলো। কিন্তু আহ! দেখতে দেখতেই প্রজ্জলিত দোযখে পড়ে গেলো। অতঃপর তার পুত্র ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিককে আনা হলো, সেও দোযখে গিয়ে পড়লো। এরপর সোলায়মান বিন আব্দুল মালিককে উপস্থিত করা হলো এবং সেও অনুরূপভাবে দোযখে পতিত হলো। সর্বশেষ আমীরুল মুমিনিন আপনাকে উপস্থিত করা হলো, ব্যস এতটুকুই শুনতেই হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ভীত হয়ে চিৎকার দিয়ে উঠেন এবং মাটিতে পড়ে গেলেন। দাসীটি চিৎকার করে বললো: হে আমীরুল মুমিনীন! শুনুন তো.... **আল্লাহ পাকের** শপথ! আমি দেখলাম যে, আপনি নিরাপদে পুলসিরাত পার হয়ে গেছেন। কিন্তু হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ পুলসিরাতের ভয়ে বেহুঁশ হয়ে গিয়েছিলেন এবং এই অবস্থাতেই এদিক-ওদিক হাত-পা মারছিলেন। **(ইহইয়াউল উলুম, ৪/২৩১)**

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসেবে ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।" **(আব্দুর রাজ্জাক)**

পুলসিরাত তরবারীর ধারের চেয়েও বেশি ধারালো

হে আশিকানে রাসূল! মনে রাখবেন! নবী ব্যতিত অন্য কারো স্বপ্ন শরীয়াতে দলিল নয়, দাসীর স্বপ্নে ভিত্তিতে সেই খলিফাদের কখনোই জাহান্নামী বলা যাবে না, **আল্লাহ পাকই** তাদের অবস্থা সম্পর্কে জানেন। হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর মাঝে **খোদাভীতি** এতই পরিপূর্ণ ছিলো, শুধুমাত্র স্বপ্নের কথা শুনে পুলসিরাতের ভয়েই বেহুঁশ হয়ে গেলেন! আসলেই পুলসিরাতের ব্যাপারটি বড়ই নাজুক। পুলসিরাত চুলের চেয়েও সূক্ষ্ম, তরবারির ধারের চেয়েও বেশি ধারালো এবং এটি জাহান্নামের উপরিভাগে স্থাপন করা থাকবে, **আল্লাহ**র শপথ! এটি হলো এক শ্বাসরুদ্ধকর স্তর, প্রত্যেককেই এর উপর দিয়ে গমন করতে হবে।

তবে তুমি এরূপ হাসো কিভাবে? (ঘটনা)

হযরত সায়্যিদুনা হাসান বসরী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ একবার এক ব্যক্তিকে দেখলেন যে, সে হাসছিলো। বললেন: হে যুবক! তুমি কি পুলসিরাত অতিক্রম করে নিয়েছো? আরয করলো: না। অতঃপর বললেন: তবে এটা জানো যে, জান্নাতে যাবে নাকি দোযখে যাবে? আরয করলো: না। বললেন: فَبِمَ هٰذَا الضِّحۡكُ؟ অর্থাৎ তবে তুমি এরূপ হাসো কিভাবে? (অর্থাৎ যখন এরূপ বিপদ তোমার সামনে রয়েছে এবং

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।" **(আব্দুর রাজ্জাক)**

তুমি তোমার মুক্তির ব্যাপারে জানোই না, তবে কোন খুশিতে হাসছো?) এরপর আর কখনো তাকে হাসতে দেখেনি। **(ইহইয়াউল উলুম, ৪/২২৭)**

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসেবে ক্ষমা হোক।

اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمِین صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

খুশি হওয়াতে আশ্চার্য

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ বলেন: "আশ্চার্য লাগে সেই হাস্যরত ব্যক্তির প্রতি, যার পিছনে রয়েছে জাহান্নাম এবং আশ্চার্য লাগে সেই খুশি উদ্‌যাপনকারীর প্রতি, যার পিছনে রয়েছে মৃত্যু।" **(তাম্বিহুল মুগতাররিন, ৪১ পৃষ্ঠা)**

প্রত্যেককেই পুলসিরাত অতিক্রম করতে হবে

উম্মুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদাতুনা হাফসা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہَا থেকে বর্ণিত, **হুযুরে আকরাম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যারা বদর ও হুদায়বিয়ায় উপস্থিত ছিলো, اِنْ شَآءَ اللّٰہ তারা আগুনে প্রবেশ করবে না। আমি আরয করলাম: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم **আল্লাহ পাক** এরূপ ইরশাদ করেননি:

وَاِنْ مِّنْكُمْ اِلَّا وَارِدُهَا ۚ كَانَ عَلٰى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ﴿۷۱﴾

(পারা ১৬, সূরা মরিয়ম, আয়াত ৭১)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যে দোযখ অতিক্রম করবে না। আপনার প্রতিপালকের দায়িত্বে এটা অবশ্যই স্থিরকৃত বিষয়।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, **আল্লাহ পাকা** তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।" **(ইবনে আ'দী)**

হুযুরে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: তুমি কি শুননি:

ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَّنَذَرُ الظّٰلِمِيْنَ فِيْهَا جِثِيًّا ﴿۷۲﴾

(পারা ১৬, সূরা মরিয়ম, আয়াত ৭২)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: অতঃপর আমি ভয়সম্পন্নদেরকে উদ্ধার করে নেবো এবং যালিমদেরকে তাতে ছেড়ে দেবো নতজানু অবস্থায়।

(ইবনে মাজাহ, ৪/৫০৮, হাদীস নং-৪২৮১)

অপরাধীরা জাহান্নামে পতিত হবে

হে আশিকানে রাসূল! এই বর্ণনা দ্বারা জানা গেলো, প্রত্যেককেই দোযখের উপর দিয়ে অতিক্রম করতে হবে। **খোদাভীতি** সম্পন্ন মুসলমানদেরকে বাঁচিয়ে নেয়া হবে আর অপরাধী ও অত্যাচারী লোকেরা জাহান্নামে পড়ে যাবে। আসলেই তা খুবই কঠিন ব্যাপার, আহ! আহ! তবুও আমরা উদাসীনতার নিদ্রা থেকে জাগ্রত হচ্ছি না।

দিল আহ! গুনাহোঁ সে! বেজার নেহী হোতা,
মাগলুব শাহা! নফসে বদকার নেহী হোতা।
ইয়ে সাঁস কি মালা আব, ব্যস টুটনে ওয়ালী হে,
গাফলত সে মগর দিল কিঁউ বেদার নেহী হোতা।
গো লাখ কড়ো কৌশিশ, ইসলাহ নেহী হোতী,
পাকিযা গুনাহোঁ সে করদার নেহী হোতা।
এ্যয় রাব্বে হাবীব আও! এ্যয় মেরে তাবীব আও!
আচ্ছা ইয়ে গুনাহোঁ কা বিমার নেহী হোতা।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১৬৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।" **(কানযুল উম্মাল)**

সাহাবীর কান্না (ঘটনা)

হে আশিকানে সাহাবা ও আহলে বাইত! পুলসিরাত দিয়ে অতিক্রম করা সহজ নয়, আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনরা رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن এ সম্পর্কে খুবই চিন্তাগ্রস্থ থাকতেন। যেমনটি হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কে একবার কাঁদতে দেখে তাঁর সম্মানিতা স্ত্রী رَضِیَ اللهُ عَنْهَا আরয করলেন: আপনি কেন কান্না করছেন? তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বললেন: আমার **আল্লাহ পাকের** বাণী স্মরণে এসে গেছে

وَاِنْ مِّنْكُمْ اِلَّا وَارِدُهَا ۚ
(পারা ১৬, সূরা মরিয়ম, আয়াত ৭১)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যে দোযখ অতিক্রম করবে না।

এভাবে আমি তো জেনে গেলাম যে, আমি এতে প্রবেশ করবোই কিন্তু এটা জানিনা যে, আমি এর থেকে মুক্তি অর্জন করবো নাকি করবো না। **(আল মুস্তাদরিক, ৫/৮৯০, হাদীস নং-৮৭৮৬। আত তাখফীফ মিনান নার, ২৪৪ পৃষ্ঠা)**

'وَارِدُهَا' দ্বারা উদ্দেশ্য

সাহাবায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان **খোদাভীতি** মারহাবা! সূরা মরিয়মের ৭১ নং আয়াতের শব্দ 'وَارِدُهَا' (অর্থাৎ দোযখ অতিক্রম করা) সম্পর্কে হযরত সায়্যিদাতুনা হাফসা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا এবং সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ ইত্যাদির মনে এই বিষয়টি ছিলো যে, কোরআনে করীমের এই শব্দে 'وَارِدُهَا' এর অর্থাৎ 'دَاخِلُهَا' (অর্থাৎ

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।" **(কানযুল উম্মাল)**

দোযখে প্রবেশ করা) ছিলো।[১] মনে রাখবেন! কোরআনের এই আয়াতে করীমা

وَاِنْ مِّنْكُمْ اِلَّا وَارِدُهَا ۚ
(পারা ১৬, সূরা মরিয়ম, আয়াত ৭১)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যে দোযখ অতিক্রম করবে না।

এর আলোকে **"খাযায়িনুল ইরফান"** এ রয়েছে: (হযরত) হাসান ও কাতাদাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمَا বর্ণনা করেন: "দোযখের উপর দিয়ে অতিক্রম করা দ্বারা 'পুলসিরাত' এর উপর দিয়ে অতিক্রম করা বুঝানো হয়েছে, যা দোযখের উপরই স্থাপিত।" **(তাফসীরে খাযায়িনুল ইরফান, ৫৬৬ পৃষ্ঠা)**

আহ! আমার মা যদি আমাকে জন্মই না দিতো

হযরত সায়্যিদুনা আবু মায়সারা আমর বিন শুরাহবিল رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہِ একবার বিছানায় বিশ্রাম করার জন্য তাশরীফ নিয়ে গেলেন, তখন ব্যাকুল হয়ে বলতে লাগলেন: আহ! আমার মা যদি আমাকে জন্মই না দিতো। তাঁর সম্মানিতা স্ত্রী رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہَا আরয করলেন: আপনি এরূপ কেন বলছেন? বললেন: নিশ্চয় **আল্লাহ করীম** জাহান্নামের উপর দিয়ে অতিক্রম করার সংবাদ তো দিয়েছেন কিন্তু এই সংবাদ তো দেননি যে, আমি তা থেকে বের হবো নাকি হবো না।
(আল বুদুরুস সাফিরা, ৩৪৩ পৃষ্ঠা)

---

১ মিরকাতুল মাফাতীহ, ১০/৫৯৯, ৬২২৭ নং হাদীসের পাদটিকা। আত তাখফীফ মিনান নার, ২৪৪ পৃষ্ঠা। আল বুদুরুস সাফিরা, ৩৩৮ পৃষ্ঠা।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করো, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।" (জামে সগীর)

পুলসিরাত পনেরো হাজার বছরের রাস্তা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাক আমাদের প্রতি দয়া করুক, পুলসিরাতে সফর খুবই দীর্ঘ, যেমনটি হযরত সায়্যিদুনা ফুযাইল বিন আয়ায رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ থেকে বর্ণিত: পুলসিরাতের সফর পনেরো হাজার বছরের রাস্তা, পাঁচ হাজার বছর উপরের দিকে উঠার, পাঁচ হাজার বছর নিচের দিকে নামার এবং পাঁচ হাজার বছর সমানভাবে চলার। পুলসিরাত চুলের চেয়েও সূক্ষ্ম এবং তরবারির ধারের চেয়েও বেশি ধারালো আর তা জাহান্নামের অগ্রভাগে নির্মিত হয়েছে, এর উপর দিয়ে সেই অতিক্রম করতে পারবে, যে **খোদাভীতি**র কারণে দূর্বল হবে। (আল বুদুরুস সাফিরা, ৩৩৪ পৃষ্ঠা)

পুলসিরাত দিয়ে সহজে কে অতিক্রম করতে পারবে?

হে আশিকানে রাসূল! ভাবুন তো একবার! তখন কিরূপ পরিস্থিতি হবে, যখন কিয়ামতের ময়দানে সূর্য এক মাইল দূর থেকে আগুন বর্ষণ করবে, মানুষ খালি গায়ে এবং খালি পায়ে মাটিতে দাঁড়িয়ে থাকবে, মগজ টগবগ করে ফুটতে থাকবে, কলিজা ফেটে যাবে, অন্তর উতলে উঠে গলায় এসে যাবে, এরূপ ভয়ঙ্কর অবস্থায় পুলসিরাতের উপর দিয়ে অতিক্রম করার ধাপটির সম্মুখীন হতে হবে। তা অতিক্রম করার জন্য দুনিয়ার হিসাবে শক্তিশালী, যুবক বা পালোয়ান, দ্রুতগামী, কারাটেবাজ এবং সুস্থ্য সবল হওয়ার প্রয়োজন নেই বরং হযরত

সায়্যিদুনা ফুযাইল বিন আয়ায رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বর্ণনা অনুযায়ী **খোদাভীতির** কারণে দূর্বল ব্যক্তিই পুলসিরাত সহজেই অতিক্রম করে নিবে।

পুলসিরাত অতিক্রম কারীদের বিভিন্ন ধরণ

উম্মুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত, **মুস্তফা জানে রহমত, হুযুরে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: জাহান্নামের উপর একটি পুল রয়েছে, যা চুলের চেয়েও অধিক সূক্ষ্ম এবং তরবারীর চেয়েও অধিক ধারালো, এতে লোহার কাঁটা রয়েছে, যা তাদেরকেই ধরবে, **আল্লাহ পাক** যাদের চাইবে। লোকেরা এর উপর দিয়ে অতিক্রম করবে, অনেকে চোখের পলকে, অনেকে বিদ্যুতের ন্যায়, অনেকে বাতাসের ন্যায়, অনেকে উন্নত ও উত্তম ঘোড়া ও উটের ন্যায় (অতিক্রম করবে) এবং ফিরিশতারা বলবে: رَبِّ سَلِّمْ، رَبِّ سَلِّمْ (অর্থাৎ **হে পরওয়ারদিগার**! নিরাপত্তার সহিত অতিক্রম করাও, **হে পরওয়ারদিগার**! নিরাপত্তার সহিত অতিক্রম করাও) অনেক মুসলমান মুক্তি পাবে, অনেকে আহত হবে, অনেকে গতিহীন হবে, অনেকে অধঃমুখো হয়ে জাহান্নামে পড়ে যাবে।

(মুসনাদের ইমাম আহমদ, ৯/৪১৫, হাদীস নং-২৪৮৪৭)

সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরীকা হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেন: সিরাত সত্য।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

এটি একটি পুল, যা জাহান্নামের উপর নির্মাণ করা হবে। চুলের চেয়ে অধিক সূক্ষ্ম এবং তরবারির চেয়েও অধিক ধারালো হবে। জান্নাতে যাওয়ার এটাই রাস্তা। সর্বপ্রথম **নবী করীম, হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অতিক্রম করবেন, অতঃপর আম্বিয়া ও রাসূলগণ, অতঃপর এই উম্মত অন্যান্য উম্মতেরা অতিক্রম করবে এবং প্রত্যেকের আমল অনুযায়ী পুলসিরাতে মানুষেরা বিভিন্ন ভাবে অতিক্রম করবে, প্রবল বাতাসের ন্যায়, কেউ এমনভাবে যেমন পাখি উড়ে যায় এবং অনেকে ঘোড়ার ন্যায় দৌড়ে এবং অনেকে যেমন মানুষ দৌড়ে যায়, এমনকি অনেক ব্যক্তি পশ্চাদদেশ হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে এবং কেউ পিঁপড়ার চলার ন্যায় যাবে এবং পুলসিরাতের উভয় পাশে বড় বড় আংটা (**আল্লাহ পাকই** জানেন তা কত বড় হবে) ঝুলে থাকেব, যে ব্যক্তির ব্যাপরে আদেশ হবে, তাকে ধরে ফেলবে, কিন্তু অনেকে তো আহত হয়েই মুক্তি পেয়ে যাবে এবং অনেকে জাহান্নামে পতিত হবে আর তারা ধ্বংস হয়ে যাবে। (বাহারে শরীয়াত, ১/১৪৭-১৪৮)

ইয়া ইলাহী যব চলোঁ তারিকে রাহে পুলসিরাত,
আফতাবে হাশেমী নুরুল হুদা কা সাথ হো।
ইয়া ইলাহী জব সরে শামশীর পর চলনা পড়ে,
রাব্বে সাল্লিম কেহনে ওয়ালে গমযুদা[১] কা সাথ হো।
ইয়া ইলাহী! নামায়ে আমাল জব খুলনে লাগেঁ,
এ্যয়ব পুশে খলক সাত্তারে খতা কা সাথ হো।
(হাদায়িকে বখশীশ, ১৩৩ পৃষ্ঠা)

১. গমযাদা এর অর্থ হলো দুঃখী আর 'গমযুদা' এবং অর্থ হলোঃ অন্যের দুঃখ লাঘবকারী।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ "তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরূদে পাক পড়ো। কেননা, তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

আখিরাতে অভাবের একটি কারণ

হে আশিকানে রাসূল! জাহান্নামের আগুন হবে কালো এবং পুলসিরাত অন্ধকারে ডুবে থাকবে। শুধুমাত্র সেই সফল হবে, যার উপর **মহান প্রতিপালক আল্লাহ পাকের** দয়া ও অনুগ্রহ হবে। যেমনটি হযরত সায়্যিদুনা সাহাল বিন আব্দুল্লাহ তুসতারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ থেকে বর্ণিত, যার উপর দুনিয়ায় অভাব ছিলো, তার উপর আখিরাতে প্রশস্ততা হবে এবং যার উপর দুনিয়ায় প্রশস্ততা ছিলো, তার উপর আখিরাতে অভাব হবে। **(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ১০/২০৭, হাদীস নং-১৪৯৫৮)**

হযরত সায়্যিদুনা সাঈদ বিন আবু হিলাল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বর্ণনা করেন, আমার নিকট এই বিষয়টি পৌঁছলো যে, কিয়ামতের দিন পুলসিরাত অনেক লোকের নিকট চুলের চেয়েও সূক্ষ্ম হবে এবং অনেকের জন্য ঘর ও প্রশস্ত উপত্যকার ন্যায় হবে। **(শুয়াবুল ঈমান, ১/৩৩৩)**

আহলে সিরাত রূহে আমি কো খবর করেঁ,
জাতি হে উম্মতে নববী ফরশ পর করেঁ।
সরকার! হাম কমিনোঁ কে আতওয়ার পর না জায়েঁ,
আক্বা হুযুর! আপনি করম পর নযর করেঁ।

সম্পদ বেশি তো শাস্তিও বেশি

হে আশিকানে রাসূল! নিয়ম অনুযায়ী যত বেশি সম্পদ তত বেশি শাস্তি। সফরেরও নিয়ম হলো যে, বাস বা রেলগাড়িতে যার

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, **আল্লাহ পাক** তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" **(মুসলিম শরীফ)**

নিকট যত বেশি মালামাল হবে, সে তত বেশি কষ্ট পাবে। তাছাড়া যারা উড়োজাহাজের মাধ্যমে এক দেশ থেকে অন্য দেশে সফর করে তাদের অভিজ্ঞতা থাকবে যে, বেশি মালামাল কাস্টমে কিরূপ কষ্ট দেয়! অনুরূপভাবে যার নিকট দুনিয়াবী সম্পদের বোঝা কম হবে, তার আখিরাতে সহজতা হবে।

"ভারি বোঝা" এর সংজ্ঞা

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: **আল্লাহর প্রিয় মাহবুব, নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم হযরত আবু যর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর হাত ধরে তাশরীফ নিয়ে এলেন এবং ইরশাদ করলেন: হে আবু যর! তুমি জানো যে, আমাদের সামনে একটি দূর্গম উপত্যাকা রয়েছে, এতে শুধুমাত্র হালকা বোঝা সম্পন্নরাই অতিক্রম করতে পারবে? একজন আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! আমি কি ভারি বোঝা সম্পন্নদের অন্তর্ভুক্ত নাকি হালকা বোঝা সম্পন্নদের? ইরশাদ করলেন: তোমার নিকট কি আজকের খাবার রয়েছে? আরয করলেন: জি হ্যাঁ। ইরশাদ করলেন: আগামী কালের খাবার আছে? আরয করলেন: জি হ্যাঁ। অতঃপর ইরশাদ করলেন: আগামীর পরশুর খাবার আছে? আরয করলেন: জি না! **হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: যদি তোমার নিকট তিনদিনের খাবার থাকে তবে তুমি ভারি বোঝা সম্পন্নদের অন্তর্ভুক্ত হতে। **(মু'জাম আওসাত, ৩/৩৪৮, হাদীস নং-৪৮০৯)**

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।" (আবু ইয়ালা)

রাহমাতুল্লিল আলামিন! তেরী দোহাই দব গিয়া,
আব তো মওলা বেতরহা[১] সর পর গুনাহ কা বোঝ হে।

বোঝাই বোঝা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের নিকট তিনদিনের খাবারের ভান্ডারের কথা কি আর বলবো, শুধুমাত্র লোভের কারণেই বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য দ্বারা ফ্রিজ ভরাই থাকে এবং বিনা প্রয়োজনে সকল কিছুর স্তুপ বানিয়ে রাখা হয়। আহ! আমরা লোভীদের কি হবে! সম্পদের আধিক্যের বোঝা, আরো সম্পদ বৃদ্ধি করেই যাওয়ার আকর্ষণের বোঝা, অনেক দোকান ও কারখানার বোঝা, বরং বিভিন্ন গুনাহেরও বোঝা যেমন; সূদ ও ঘুষের বোঝা, ধোকাবাজির বোঝা, অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করার বোঝা, হায়! হায়! মাথার উপর তো এখন বোঝাই বোঝা, আহ! এরূপ বোঝা থাকা অবস্থায় পুলসিরাত অতিক্রম কিভাবে করবে!

বোঝ হে সর পর কোহে গুনাহ কা আপ হি কা হে মুঝ কো সাহারা
মেরী মদদ হো শাফেয়ে মাহশর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم

আমি যদি জাহান্নামে পতিত হই তবে!

আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনার ৩০০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব

১ 'বেতরহা' অর্থ: অসীম।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশি পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।" (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

"আঁসুয়ুঁ কা দরীয়া" এর ৭৭ পৃষ্ঠা থেকে শুরু হওয়া দীর্ঘ ঘটনার কিছু অংশ শ্রবণ করুন: (প্রসিদ্ধ তাবেয়ী বুযুর্গ) হযরত সায়্যিদুনা হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ মানুষদের ওয়াজ ও নসীহত করতে বসলে তখন লোকেরা তাঁর নিকট আসার জন্য একে অপরকে ধাক্কা দিতে লাগলো, এতে হযরত হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাদের প্রতি মনযোগী হয়ে বললেন: হে আমার ভাইয়েরা! আজ তোমরা আমার নৈকট্য অর্জনের জন্য একে অপরকে ধাক্কা দিচ্ছো, কাল কিয়ামতে তোমাদের কি অবস্থা হবে, যখন পরহেযগারদের মজলিশ নিকটে হবে আর গুনাহগারদের মজলিশ দূরে করে দেয়া হবে, যখন কম বোঝা সম্পন্ন (অর্থাৎ নেককার) লোককে বলা হবে যে, তুমি পুলসিরাত পার হয়ে যাও এবং বেশি বোঝা সম্পন্ন (অর্থাৎ গুনাহগার) লোককে বলা হবে যে, তুমি জাহান্নামে পতিত হও। আহ! আমি জানি না যে, আমি অধিক বোঝা সম্পন্নদের সাথে জাহান্নামে পতিত হবো নাকি কম বোঝা সম্পন্নদের সাথে পুলসিরাত পার হয়ে যাবো। অতঃপর হযরত হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কান্না করতে লাগলেন, এক পর্যায়ে তিনি বেহুঁশ হয়ে গেলেন। তাঁর নিকটে বসা লোকেরাও কাঁদতে লাগলো। অতঃপর হযরত হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাদের প্রতি মনযোগী হলেন এবং চিৎকার করে বললেন: "হে ভাইয়েরা! তোমরা কি জাহান্নামের ভয়ে কান্না করো না? শুনে নাও যে, যে ব্যক্তি জাহান্নামের ভয়ে কান্না করে **আল্লাহ পাক** তাকে সেই দিন জাহান্নাম থেকে মুক্ত করে দিবেন, যেই দিন সৃষ্টিকে শিকল এবং বেড়ী দিয়ে টানা হবে।" (বাহরুদ দুমু, ৫৩ পৃষ্ঠা)

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করলো না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।" (আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)

প্রতিদিন পরকালীন বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করুন

হে আশিকানে রাসূল! নিজের গুনাহের প্রতি লজ্জিত হয়ে সত্য অন্তরে তাওবা করে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুন্নাত প্রশিক্ষণের কাফেলায় আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করুন এবং পরকালীন বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করার মাধ্যমে প্রতিদিন নেকীর কাজের পুস্তিকা পূরণ করে প্রত্যেক ইসলামী মাসের প্রথম তারিখে নিজের এলাকার **দা'ওয়াতে ইসলামী**র যিম্মাদারকে জমা করিয়ে দিন। **"নেক কাজের"** আমলদার হওয়ার সহজ পদ্ধতি হলো, প্রতিদিন পুস্তিকা পূরণ করা। যারা **"নেক কাজের"** পুস্তিকা প্রতিদিন পূরণ করতে পারে না, তারা কমপক্ষে ২৫ সেকেন্ড দেখে নিন, اِنْ شَآءَ الله কখনো না কখনো প্রেরণাও পেয়ে যাবেন আর এর বরকতে اِنْ شَآءَ الله আখিরাতের প্রস্তুতি এবং কবর ও হাশরের আলো এবং পুলসিরাতে নূর অর্জনের আগ্রহ জাগ্রত হবে।

নূর সম্পন্ন মুসলমান

আল্লাহ পাকের দয়া যার প্রতি হবে, তাকে এমন নূর দান করা হবে যে, তার তরী পার হয়ে যাবে। যেমনটি ২৭তম পারার সূরা হাদীদের ১২নং আয়াতে করীমায় **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنٰتِ يَسْعٰى نُوْرُهُمْ بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَ بِاَيْمَانِهِمْ

(পারা ২৭, সূরা হাদীদ, আয়াত ১২)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: যে দিন আপনি ঈমানদার পুরুষগণ ও ঈমানদার নারীদেরকে দেখবেন যে, তাদের আলো রয়েছে তাদের সম্মুখে ও তাদের ডানে, ছুটাছুটি করছে।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।" (মাতালিউল মুসার্‌রাত)

নূরে ঈমানের শান

আল্লাহ পাকের বিশেষ দানক্রমে যেই সৌভাগ্যবান মুসলমান নূর দ্বারা পূর্ণ হয়ে ঝলমল করে আন্দোলিত হয়ে পুলসিরাত অতিক্রম করবে, তাদের মহৎ শানের বিষয়টি **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এই বাণী দ্বারা অনুমান করুন: "দোযখ মুমিনকে বলবে; হে মুমিন! দ্রুত অতিক্রম করো, এই জন্য যে, তোমার নূর আমার আগুনকে নিভিয়ে দিচ্ছে।" (শুয়াবুল ঈমান, ১/৩৩৯, হাদীস নং-৩৭৫)

আক্বা কা গাদা হোঁ এ্যয় জাহান্নাম! তু ভি সুন লে,
ওহ কেয়সে জ্বলে জু কেহ গোলামে মাদানী হো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হাশরে নূর প্রদান করা সম্পর্কীত প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পাঁচটি বাণী

(১) নামাযীরা নূর পাবে

যে ব্যক্তি নামাযের হিফাযত করেছে, তার জন্য কিয়ামতে নূর ও দলীল এবং মুক্তি হবে আর যে ব্যক্তি নামাযের হিফাযত করলো না তবে তার জন্য না নূর থাকবে আর না দলীল ও মুক্তি থাকবে আর তাকে (অর্থাৎ বেনামাযীকে) কিয়ামতের দিন কারূন ও ফিরআউন এবং হামান ও উবাই বিন খালাফের সাথে উঠানো হবে।

(মুসনাদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ২/৫৭৪, হাদীস নং-৬৫৮৭)

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করবো।" **(আল কওলুল বদী)**

(২) অন্ধকারে মসজিদে যাওয়ার ফযীলত

অন্ধকারে মসজিদের দিকে গমনকারীকে কিয়ামতের দিন পরিপূর্ণ নূরের সুসংবাদ দাও। **(আবু দাউদ, ১/২৩২, হাদীস নং-৫৬১)**

(৩) সমস্যা সমাধান করার ফযীলত

যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের সমস্যা সমাধান করলো **আল্লাহ পাক** কিয়ামতের দিন পুলসিরাতে তার জন্য নূরের দু'টি স্তর বানাবেন, তার আলোতে একটি জগত আলোকিত হবে, যার পরিধি **আল্লাহ পাক** স্বয়ংই ভাল জানেন। **(মু'জামু আওসাত, ৩/২৫৪, হাদীস নং-৪৫০৪)**

(৪) لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ১০০ বার পাঠ করার ফযীলত

যে ব্যক্তি একশত বার لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ পাঠ করবে, **আল্লাহ পাক** তাকে কিয়ামতের দিন এমনভাবে উঠাবেন যে, তার চেহারা চৌদ্দ তারিখের রাতের চাঁদের ন্যায় ঝলমল করবে।

(মাজমাউয যাওয়ায়িদ, ১০/৯৬, হাদীস নং-১৬৮৩০)

(৫) বাজারে যিকিরের ফযীলত

বাজারে **আল্লাহ পাকের** যিকির কারীর জন্য প্রতিটি পশমের পরিবর্তে কিয়ামতের দিন নূর হবে। **(শুয়াবুল ঈমান, ১/৪১২, হাদীস নং-৫৬৭)**

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো اِنْ شَآءَ الله স্মরণে এসে যাবে।" **(সা'য়াদাতুদ দা'রাঈন)**

জান্নাতে ঘর বানান

سُبْحٰنَ الله! বাজারের উদাসিনতা পূর্ণ আলোকসজ্জা যখনই অতিক্রম করতে হয়, তখন দৃষ্টিকে হিফাযত করার পাশাপাশি যিকির ও দরূদ পাঠ করা শুরু করে দিন। তাছাড়া বাজারে প্রবেশ করার সময় এই দোয়াটি পাঠ করে নিন:

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِيْ
وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَيٌّ لَّا يَمُوْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ط

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি বাজারে প্রবেশের সময় এই দোয়া পাঠ করবে, **আল্লাহ পাক** তার জন্য এক লক্ষ নেকী লিপিবদ্ধ করবেন এবং এক লক্ষ গুনাহ মিটিয়ে দিবেন আর এক লক্ষ মর্যাদা বৃদ্ধি করে দিবেন এবং তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর বানাবেন।" **(তিরমিযী, ৫/২৭১, হাদীস নং-৩৪৪)**

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বলতে থাকবেন رَبِّ سَلِّمْ

হে আশিকানে রাসূল! কবর ও হাশর এবং পুলসিরাতে **নূরে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সদকায় اِنْ شَآءَ الله আমরা গোলামানে মুস্তফাদেরও নূরই অর্জিত হবে, কেননা কিয়ামতের দিন আমার **প্রিয় নবী, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আপন গোলামদের চিন্তা হবে, এই দোয়াটি: رَبِّ سَلِّمْ، رَبِّ سَلِّمْ (অর্থাৎ হে পরওয়ারদিগার!

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না।" **(হাকিম)**

নিরাপত্তা সহকারে অতিক্রম করাও, হে পরওয়ারদিগার! নিরাপত্তা সহকারে অতিক্রম করাও) বারবার পাঠ করতে থাকবেন। আশিকে মাহে রিসালত, আলা হযরত رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡه বলেন:

রযা পুল সে আব ওয়াজদ করতে গুজরিয়ে,

কেহ কে রাব্বে সাল্লিম সদায়ে মুহাম্মদ! (صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

নূর থেকে বঞ্চিত লোকেরা

হ্যাঁ! যে সকল দূর্ভাগা নামায পড়বে না, দাঁড়ি মুন্ডন করবে বা এক মুষ্টি থেকে ছোট করবে, পিতামাতাকে কষ্ট দিবে, সন্তানকে শরীয়াতের অনুসারী হওয়ার প্রতি বাঁধা দিয়ে মর্ডাণ বানাবে, স্ত্রী ও প্রাপ্তবয়স্কা কন্যাকে বেপর্দা ঘুরাবে, সিনেমা নাটক, গান বাজনা, হারাম উপার্জন, সূদী ব্যবসা, ধোকাবাজি, অশ্লিল গালাগালি, গীবত, চোগলখুরী, দোষ অন্বেষণ, কুদৃষ্টি, শরীয়াতের বিনা অনুমতিতে মুসলমানের মনে কষ্ট দেয়া, বে নামাযী এবং ফ্যাশন পুজারী মন্দ বন্ধু, তাছাড়া কামভাব সহকারে আমরদ অর্থাৎ সুশ্রী বালকের সঙ্গ অবলম্বন ইত্যাদি গুনাহ থেকে বিরত থাকবে না, তাদের জন্য চিন্তার বিষয়। যদি **আল্লাহ পাক ও তাঁর প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অসন্তুষ্ট হয়ে যায় আর গুনাহের কারণে ঈমান নষ্ট হয়ে যায় তবে নিঃসন্দেহে অসহনীয় স্থায়ী আযাব সমূহের সম্মুখীন হতে হবে এবং পুলসিরাতে নূরও পাওয়া যাবে না।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।" **(আব্দুর রাজ্জাক)**

তোমার জন্য কোন নূর নাই!

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন মুবারক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ **"আয যুহুদ"** কিতাবে উদ্ধৃত করেন: "নিঃসন্দেহে তোমরা **আল্লাহ পাকের** নিকট নিজের নাম এবং নির্দশন আর নিজের অব্যাধ্যতা ও মজলিশ সমূহ অর্থাৎ বৈঠক ও সহচর্যসহ লিপিবদ্ধ হচ্ছো। যখন কিয়ামতের দিন আসবে তখন ডাক পড়বে: হে অমুকের ছেলে অমুক, এটা তোমার নূর এবং হে অমুকের ছেলে অমুক, তোমার জন্য কোন নূর নেই।"

(আয যুহুদ, ৪৬৫ পৃষ্ঠা, নম্বর- ১৩৩১)

নূরের দৃষ্টির অন্বেষণকারী বঞ্চিত ভিখারী

মুনাফিকরা কিয়ামতের দিন এমন অবস্থায় আসবে যে, তাদের নিকট ঈমানের নূর থাকবে না, সৌভাগ্যবান ঈমানদারদের নূর দেখে তারা অনেক আফসোস করবে এবং তাদের থেকে নূর ভিক্ষা চাইবে, কিন্তু নূর থেকে বঞ্চিতই থাকবে। যেমনটি ২৭তম পারার সূরা হাদীদের **১৩**নং আয়াতে **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

يَوْمَ يَقُوْلُ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالْمُنٰفِقٰتُ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوا انْظُرُوْنَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُّوْرِكُمْ ۚ

(পারা ২৭, সূরা হাদীদ, আয়াত ১৩)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: যেদিন মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারীরা মুসলমানদেরকে বলবে, আমাদের দিকে একবার তাকাও! যাতে আমরা তোমাদের নূর থেকে কিছু অংশ নিই।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ পাকা তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।" (ইবনে আ'দী)

ঈমানের উপর শেষ পরিনতির গ্যারান্টি কারো কাছে নেই

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মনে রাখবেন! মুক্তি ঈমান সহকারে শেষ পরিনতির সাথে শর্তযুক্ত, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيْم অর্থাৎ "আমল তার শেষ পরিনতির উপর নির্ভর করে।" (বুখারী, ৪/২৭৪, হাদীস নং-৬৬০৭) আহ! আমাদের মধ্যে কারো নিকট এই গ্যারান্টি নেই যে, তার শেষ পরিনতি ঈমানের উপরই হবে, **আল্লাহ পাকে**র গোপন ব্যবস্থাপনা আমাদের ব্যাপারে কিরূপ, নিশ্চয় আমরা সে সম্পর্কে অনবহিত এবং এই কারণেই খুবই ভয়ের বিষয়। মন্দ মৃত্যুর ভয়ে বড় বড় আউলিয়ায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام ভীত থাকতেন। দয়া করে! এর আরো বিস্তারিত জানার জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকাতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত **"আল্লাহ পাকে**র খুফিয়া তদবীর" নামক বয়ানের ক্যাসেট শ্রবণ করুন اِنْ شَآءَ الله আপনি **খোদাভীতি**তে কেঁপে উঠবেন, তাছাড়া **"মন্দ মৃত্যুর কারণ"** নামক ৩২ পৃষ্ঠা সম্বলিত সংক্ষিপ্ত রিসালাটি কিনে অবশ্যই পাঠ করে নিন, যদি অন্তর জীবিত থাকে তবে ঈমানের হিফাযতের চিন্তার করার প্রেরণায় اِنْ شَآءَ الله আপনি কান্না করবেন। বর্তমানে অনেক লোক কথায় কথায় কুফরী বাক্য বলে দেয়, কুফরী বাক্য সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক সজ্ঞান মুসলমান নারী পুরুষের জন্য ফরয। এর জন্য **"কুফরিয়া কালেমাত কে বারে মে সাওয়াল জাওয়াব"** নামক ৬৯২ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাবটি অধ্যয়ন করা খুবই উপকারি।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।" **(কানযুল উম্মাল)**

আযানের সময় কথাবার্তা

"বাহারে শরীয়াত" এ রয়েছে: যে ব্যক্তি আযানের সময় কথাবার্তায় লিপ্ত থাকবে, তার مَعَاذَ الله **(আল্লাহ**র পানাহ) মন্দ মৃত্যু হওয়ার ভয় রয়েছে। **(বাহারে শরীয়াত, ১/৪৭৩)** সুতরাং কমপক্ষে প্রথম আযান শুনে চুপ থেকে আমাদের উত্তর প্রদান করা উচিৎ। বর্তমানে মুসলমানদের এর প্রতি মনযোগ অনেক কম, সকল মুয়াজ্জিন সাহেবদের উচিৎ, তারা প্রথমে দরূদ ও সালাম পাঠ করবে অতঃপর এভাবে ঘোষনা করবে: "আশিকানে রাসূল মনযোগ দিন, **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টির জন্য আযানের সম্মানার্থে কথাবার্তা এবং কাজকর্ম বন্ধ রেখে আযানের উত্তর দিন এবং অশেষ নেকী অর্জন করুন।" এরপর আযান দিন।

ফোনের মিউজিক্যাল টোন

নামাযের সময় অনেক লোক মোবাইল ফোন বন্ধ করতে ভুলে যায় আর যেহেতু মিউজিক শুনার মতো হারাম ও জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মত কাজ থেকে বেঁচে থাকার অনুভুতিও কমে গেছে সুতরাং مَعَاذَ الله **(আল্লাহ**র পানাহ) মসজিদের ভেতর বিভিন্ন রকমের মিউজিক্যাল টোন বাজা শুরু হয়ে যায়। প্রথমতঃ মিউজিকের অভিশপ্ত টোন থেকে ফোনকে পবিত্র করুন এবং যদি মিউজিক শুনার গুনাহ করা হয় তবে এর থেকে তাওবাও করুন আর মসজিদে নরমাল টোন

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।" **(কানযুল উম্মাল)**

বিশিষ্ট মোবাইল ফোনও বন্ধ রাখুন। এরই ধারাবাহিকতায় আযান ও ইকামতের সময়ের ঘোষণার কার্ড সংগ্রহ করে প্রসার করুন। অনুরূপভাবে খুতবার সময় সংগঠিত গুনাহ সমূহ চিহ্নিত করার জন্যও একটি কার্ড প্রকাশ করেছে। আহ! যদি প্রত্যেক খতিব সাহেব প্রত্যেক জুমায় খুতবার পূর্বে তা পাঠ করে শুনিয়ে দিতেন। এই কার্ড অধিকহারে মাকতাবাতুল মদীনা থেকে সংগ্রহ করে নিন এবং মসজিদে মসজিদে পৌঁছে দেয়ার মাদানী কার্যক্রম চালান اِنْ شَآءَ الله সাওয়াবের ভান্ডার অর্জিত হবে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

এক হাজার বছর পর দোযখ থেকে মুক্তি লাভ

হযরত সায়্যিদুনা হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: এক ব্যক্তিকে জাহান্নাম থেকে এক হাজার বছর পর বের করা হবে: অতঃপর বলেন: আহ! যদি সেই ব্যক্তি আমি হতাম। হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: সায়্যিদুনা হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই কথাটি এই কারণেই বলেছিলেন: যে এক হাজার বছর পর বের হবে, তার সম্পর্কে এই বিষয়টি নিশ্চিত যে, তার শেষ পরিনতি ঈমানের উপর হয়েছে। **(ইহইয়াউল উলুম, ২৩১ পৃষ্ঠা)**

৪০ বছর পর্যন্ত হাসেননি

হে আশিকানে রাসূল! হযরত সায়্যিদুনা হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ভয়ের প্রাধান্যের কারণে এক হাজার বছর পর জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়া ব্যক্তির ঈমানের উপর শেষ পরিনতির প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে বলেন যে, আহ! সেই ব্যক্তি যদি আমি হতাম। আহ! হাজার বছর তো অনেক বড় বিষয়, খোদার শপথ! এক মুহূর্তের কোটি ভাগের এক ভাগও জাহান্নামের আযাব সহ্য করা সম্ভব নয়। হযরত সায়্যিদুনা হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর **খোদাভীতির** প্রাধান্যের অবস্থা তো দেখুন! বর্ণিত আছে, হযরত হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ চল্লিশ বছর পর্যন্ত হাসেননি, তাঁকে বসা অবস্থায় দেখে মনে হতো যেনো একজন সাজাপ্রাপ্ত কয়েদী, যাকে মৃত্যুর সাজা শুনানোর পর গর্দান বিচ্ছিন্ন করার জন্য আনা হয়েছে! আর যখন হযরত হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কথা বলতেন তখন এমন মনে হতো, যেনো আখিরাত চোখের সামনে এবং তা দেখে দেখে এর দৃশ্য বর্ণনা করছেন আর যখন চুপ থাকতেন, এমন মনে হতো যেনো তাঁর চোখের সামনে আগুন প্রজ্জলিত হচ্ছে! যখন আরয করা হলো: আপনি এরূপ ভীত ও দুঃখিত থাকেন কেনো? বললেন: আমাকে এই ভয় আচ্ছন্ন করে রেখেছে যে, যদি **আল্লাহ পাক** অনেক অপছন্দনীয় কাজ দেখে আমার প্রতি রাগান্বিত হন এবং ইরশাদ করেন যে, যাও আমি তোমাকে ক্ষমা করবো না, তখন আমার কি হবে! **(ইহইয়াউল উলুম, ৪/২৩১)**

হোঁচট খেতে খেতে চলা ব্যক্তি

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ উদ্ধৃত করেন: **আল্লাহ পাক** পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদেরকে একটি জানা দিনে অর্থাৎ কিয়ামতের দিনে এক জায়গায় একত্রিত করবেন। চল্লিশ বছর পর্যন্ত মানুষের চোখ উপরের দিকে লেগেই থাকবে, তারা সিদ্ধান্তের অপেক্ষা করবে। মুমিনদেরকে তাদের আমল অনুযায়ী নূর প্রদান করা হবে, কাউকে বড় পাহাড়ের ন্যায় এবং কাউকে খেজুর গাছের ন্যায় আর কাউকে এর চেয়েও কম এমনকি এর মধ্যে শেষ ব্যক্তিকে পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলির ন্যায় নূর প্রদান করা হবে, যা কখনো চমকাবে আর কখনো নিভে যাবে, যখন তার নূর চমকাবে তখন সে অগ্রসর হবে আর যখন তা নিভে যাবে তখন অন্ধকারের কারণে থেমে যাবে। অতঃপর প্রত্যেকে নিজ নিজ নূর অনুযায়ী পুলসিরাত অতিক্রম করবে, কেউ তো চোখের পলকে অতিক্রম করবে, কেউ বিদ্যুতের ন্যায়, কেউ মেঘের ন্যায়, কেউ নক্ষত্রের ন্যায়, কেউ ঘোড়ার দৌড়ের ন্যায় তো কেউ মানুষের দৌড়ের ন্যায় অতিক্রম করবে। যাতে পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলির ন্যায় নূর প্রদান করা হবে, সে চেহারা, পা এবং হাতের উপর ভর করে অতিক্রম করবে, অবস্থা এমন হবে যে, এক হাত অগ্রসর হবে তো অপরটি আটকে যাবে, যখন এক পা বিচ্ছুত হবে তখন অপর পা টেনে অগ্রসর করবে এবং তার পা পর্যন্ত আগুন পৌঁছে যাবে, সে এমনভাবে হেলতে দুলতে

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

অবশেষে পুলসিরাত অতিক্রম করতে সক্ষম হয়ে যাবে, সেখানে দাঁড়িয়ে আপন পাক পরওয়াদিগারের হামদ বর্ণনা করবে, অতঃপর তাকে জান্নাতের নিকট একটি কুপে গোসল করানো হবে।

(ইহইয়াউল উলুম, ৫/২৮৬)

পুলসিরাত আহ হে তলোয়ার কি ভি ধার সে তেজ,
কিসি তরহা সে মে ইসে পার করোঙ্গা ইয়া রব!
মেরে মাহবুব কে রব! তেরা করম হোগা তো,
পুল কো বিজলী কি তরহা পার করোঙ্গা ইয়া রব!

আমার কি হবে!

হে আশিকানে রাসূল! যে সৌভাগ্যবানদের ঈমান সহকারে শেষ পরিণতি (মৃত্যু) হবে, তারা অবশেষে মুক্তি পেয়ে যাবে এবং যার ঈমান নষ্ট হয়ে গেছে আর তাওবা ব্যতীত ও ঈমান নবায়ন ব্যতীত মারা গেলো, তার মুক্তির কোন উপায়ই নাই। প্রত্যেকেরই ভয় করা উচিত, জানিনা আমার কি হবে? পুলসিরাত জাহান্নামের উপর নির্মিত এবং এর উপর দিয়ে অতিক্রম করা ব্যতীত জান্নাতে প্রবেশ করা সম্ভব নয়।

পুলসিরাত অতিক্রম করার বিভীষিকাময় কল্পনা

হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: যে ব্যক্তি এই দুনিয়ায় সিরাতুল মুস্তাকিমে (অর্থাৎ সোজা পথে) প্রতিষ্ঠিত ছিলো সে কিয়ামতের দিন পুলসিরাতে হালকা পাতলা হয়ে মুক্তি পাবে এবং যে ব্যক্তি দুনিয়ায় সোজা পথে

অটলতা থেকে সরে গেলো, অবাধ্যতা ও গুনাহের কারণে তার পেট ভারী হলো তবে প্রথম পদক্ষেপেই পুলসিরাত থেকে পিছলে পড়ে যাবে। হে দূর্বল বান্দারা! একটু ভাবো তো, যখন তুমি পুলসিরাত ও এর সুক্ষ্মতাকে দেখবে তখন কিরূপ ঘাবড়ে যাবে, অতঃপর এর নীচে জাহান্নামের ভয়ঙ্কর অন্ধকারের দিকে তোমার দৃষ্টি পড়বে, নীচ থেকে জাহান্নামের উত্তাপের আওয়াজ শুনা যাবে, আগুনের উচ্চতর শিখার চিৎকার তোমার কানে আসবে, তুমি ভাবো তো! সেই সময় তোমার মাঝে কিরূপ ভীতির সঞ্চার হবে। মনে রাখবে! তোমার অন্তর চাই যতই অস্থির হোক না কেনো, পা পিছলে যাচ্ছে এবং পিঠের উপর এমন বোঝা যে, এত বোঝা নিয়ে সমান্তরাল ভূমিতে চলাও তোমার জন্য কষ্টকর, তুমি প্রবল দূর্বল অবস্থায় রয়েছো, কিন্তু তবু তোমার পুলসিরাতে চলতেই হবে, তুমি কল্পনা তো করো যে, চুল থেকেও সুক্ষ্ম এবং তরবারির ধারের চেয়েও ধারালো পুলসিরাতের উপর না চাইতেও যখন তুমি প্রথম পা রাখবে এবং এর প্রবল ধার অনুভব করবে কিন্তু তারপরও দ্বিতীয় পা রাখতে বাধ্য হবে, মানুষ তোমার সামনে পিছলে জাহান্নামে পড়ে যাচ্ছে, ফিরিশতারা মানুষকে বড় বড় কাটা এবং লোহার আংটা দিয়ে টেনে টেনে জাহান্নামে ফেলে দিচ্ছে, তুমি দেখছো যে, সেই লোকেরা কাঁদতে কাঁদতে অধঃমুখো হয়ে জাহান্নামে পতিত হচ্ছে, তুমি ভাবো তখন ভয়ে তোমার কি অবস্থা হবে!

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেলো, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেলো।" (তাবারানী)

জাহান্নামে পতিতদের চিৎকার

জাহান্নামের গভীরতা থেকে আহ! উহ! চিৎকার তোমার কানে আসতে থাকবে, অসংখ্য লোক পুলসিরাত থেকে পিছলে জাহান্নামে পড়ে যাবে, তুমি ভাবো তো যদি তোমার পাও পিছলে যায় তবে তোমার কি অবস্থা হবে! তখন লজ্জিত হওয়া তোমাকে কোন উপকার দিবে না, তখন তোমার আফসোস ভরা ফরিয়াদ কিছুটা এমন হবেঃ "আহ! আমি এই দিনকেই ভয় করতাম, আহ! যদি আমি আমার আখিরাতের জন্য পূর্বে কিছু পাঠাতাম, আহ! আমি যদি **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বর্ণিত পথে চলতাম, আহ! আমি যদি অমুককে বন্ধু না বানাতাম, আহ! আমি যদি মাটি হয়ে যেতাম, আহ! আমি যদি হারানো বিচ্ছিন্ন (বস্তু) হয়ে যেতাম, আহ! আমার মা যদি আমাকে জন্মই না দিতো।" (ইহইয়াউল উলুম, ৫/২৮৫)

কাশ কে না দুনিয়া মে পয়দা মে হুয়া হোতা,
কবর ও হাশর কা হার গম খতম হো গিয়া হোতা।
কাশ! এ্যয়সা হো জাতা খাক বন কে তায়্যিবা কি,
মুস্তফা কে কদমোঁ সে মে লাপেট গিয়া হোতা।
আহ! সলবে ঈমাঁ কা খউফ খায়ে জাতা হে,
কাশ কে মেরি মা নে হি নেহী জনা হোতা।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, **আল্লাহ পাক** তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" **(মুসলিম শরীফ)**

সেখানে কে নির্ভয় থাকবে

হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আরো বলেন: কিয়ামতের অজ্ঞান করা অবস্থায় সেই ব্যক্তি অধিক নিরাপদ থাকবে, যে দুনিয়ায় এই ব্যাপারে অধিক ভীত থাকবে, কেননা **আল্লাহ পাক** কারো মাঝে দু'টি ভয় একত্রিত করেন না, সুতরাং যে ব্যক্তি দুনিয়ায় পুলসিরাত এবং কিয়ামতের ভয়ানক অবস্থাকে ভয় করবে, সে আখিরাতে তা থেকে মুক্তি পেয়ে যাবে। আর ভয় দ্বারা আমাদের উদ্দেশ্য মহিলা সূলভ (দূর্বল অন্তর বিশিষ্ট) ভয় নয় যে, শুনতেই (অস্থায়ীভাবে) মন নম্র হয়ে যাবে এবং অশ্রু বর্ষিত হতে থাকবে, অতঃপর দ্রুতই সবকিছু ভুলে বান্দা খেলতামাশায় লিপ্ত হয়ে যাবে। ভয়ের সাথে এরূপ কান্নাকাটির কোন সম্পর্ক নেই বরং মানুষ যে জিনিষকে ভয় করে, তা থেকে পালিয়ে বেড়ায় এবং যে জিনিষের প্রতি আগ্রহ রাখে, তা প্রার্থনাও করে, ব্যস! আখিরাতের আপনাকে সেই ভয়ই মুক্তি দিবে, যা **আল্লাহ পাকে**র আনুগত্য ও বাধ্যতার প্রতি প্রস্তুত করে এবং অবাধ্যতা ও গুনাহ থেকে বিরত রাখে।

নির্বোধের মতো ভয়

তাছাড়া মহিলাদের ন্যায় (দূর্বল হৃদয়) সম্পন্ন ভয় থেকেও বড় হলো নির্বোধের মতো ভয়, কেননা যখন সে (কিয়ামতের) ভয়ঙ্কর দৃশ্য সম্পর্কে (কোন বয়ান ইত্যাদি) শুনে, তবে সাথেসাথেই তার মুখ

থেকে আশ্রয় প্রার্থনার বাক্য বের হয়ে যায় এবং সে বলতে থাকে: আমি **আল্লাহ পাকের** সাহায্য প্রার্থনা করছি, হে **আল্লাহ পাক**! আমাকে বাঁচিয়ে নাও! ইত্যাদি, এরপরও সে গুনাহের মাঝে পড়ে থাকে, যা তার জন্য ধ্বংসের কারণ, শয়তান তার আশ্রয় প্রার্থনা করাতে হাসে।[১] (অর্থাৎ এগুলো শুধুমাত্র আবেগী এবং অস্থায়ী শব্দ, আসল ভয়ের কারণে বের হওয়া নয়। একে আবেগী ও অস্থায়ী শব্দ এই জন্যই বলা হচ্ছে যে, একদিকে আশ্রয়ও প্রার্থনাও করছে কিন্ত অপরদিকে গুনাহের প্রতি আগের ন্যায় অটলতাও বিদ্যমান, গুনাহ বর্জন করার সংকল্প করছে না। যেমন; বেনামাযী হলে তবে বেনামাযী এবং দাঁড়ি মুন্ডনকারী হয়ে দাঁড়ি মুন্ডনকারীই রয়ে যাচ্ছে, মিথ্যুক মিথ্যা বলা ত্যাগ করার সংকল্প করছে না, সূদও ঘুষ, হারাম উপার্জন এবং ধোকাবাজরা এই কাজ ছাড়েই না, পরনারী এবং আমরদের (অর্থাৎ সুশ্রী বালক) প্রতি কুদৃষ্টিকারী, সিনেমা এবং গান বাজনা শ্রবণকারীরা নিজের গুনাহ থেকে বাঁচার সত্যিকার মানসিকতা বানাচ্ছে না, শরীয়াত বিরোধী পোশাক পরিধানকারী, মানুষের প্রতি অত্যাচারকারী, ব্যভিচারী, মদ্যপায়ী, পিতামাতাকে কষ্ট দানকারী, সন্তান সন্ততিকে শরীয়াত ও সুন্নাত বিরোধী শিক্ষা প্রদানকারী, বেনামাযী এবং মর্ডান বন্ধুদের ধ্বংসময় সহচর্য অবলম্বনকারী ইত্যাদিরা নিজ নিজ গুনাহের উপর যথাযথ অটল রয়ে যাচ্ছে)

---

১. ইহইয়াউল উলুম, ৫/২৮৬-২৮৭।

ধীরে ধীরে নয় একেবারেই গুনাহ ছেড়ে দিন

হে আশিকানে রাসূল! নিশ্চয় আবেগের বশবর্তী হয়ে অস্থায়ীভাবে কান্না করা এবং তাওবা করাও যদি বানানো একনিষ্ঠতা তবুও اِنْ شَآءَ الله অবশ্যই ভালো ফল আনবে। নিজের মানসিকতা তৈরী করুন যে, আমি নিজেকে অবশ্যই সংশোধন করবো, নিজের গুনাহকে স্মরণ করে লজ্জিত হয়ে কান্না করে তাওবা ও দৃঢ় ইচ্ছা ব্যক্ত করুন যে, اِنْ شَآءَ الله আমি অমুক অমুক গুনাহ করবো না। সাবধান! এখানে শয়তান আপনাকে পরামর্শ দিবে যে, আবেগী সিদ্ধান্ত নেয়া ভাল নয়, নিজের সংশোধন ধীরে ধীরে করা উচিৎ, একেবারে হঠাৎ করেই মৌলভী হয়ে যাওয়া, সাথে সাথেই সুন্নাতের প্রশিক্ষণের কাফেলায় আশিকানে রাসূলের সাথে সফর করা ঠিক নয়, ব্যস! ধীরে ধীরে চেষ্টা অব্যাহত রাখুন, এখানো তো পুরো জীবন পড়ে আছে, এখনো তোমার বয়সই বা কত! এখনো তো তোমার বিয়ে হয়নি, বিয়ের পর দাঁড়ি বড় করে নিও বরং হজ্বের জন্য গেলে তখন মদীনা মুনাওয়ারা زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّ تَعْظِيْمًا থেকে দাঁড়ি রেখে এসো, যখন বৃদ্ধ হয়ে যাবে তখন পাগড়ী সাজিয়ে নিও ইত্যাদি। **প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** খোদার শপথ! এ হলো শয়তানের খুবই বিপদজনক আক্রমন। তাওবা করাতে দেরী করা খুবই মারাত্মক, হতে পারে আমার এই কথায় শয়তান সাথেসাথেই কুমন্ত্রণা দিবে যে, আমি তোমাকে তাওবা করাতে কোথায় বাঁধা দিলাম, নিশ্চয় দ্রুত এবং এখনই তাওবা করে নাও।

তাওবা কবুলের জন্য তিনটি শর্ত

ওহে আমার সহজ সরল ইসলামী ভাইয়েরা! গালে কয়েকবার আলতো করে চড় মারার নাম তাওবা নয়। তাওবার তিনটি শর্ত রয়েছে, যদি এর মধ্যে একটি শর্তও কম হয় তবে তাওবা কবুল হবে না। সেই তিনটি শর্ত হলো: (১) অপরাধ স্বীকার করা (২) লজ্জিত হওয়া (অর্থাৎ কৃত গুনাহের জন্য লজ্জিত হওয়া) (৩) বর্জন করার দৃঢ় সংকল্প করা। অর্থাৎ গুনাহ ছেড়ে দেয়ার সংকল্প করা। তাছাড়া যদি গুনাহ পূরণ করার উপযোগী হয় তবে তা পূরণ করাও আবশ্যক, যেমন; বেনামাযীর তাওবা তখনই সত্যিকার তাওবা বলা হবে যখন রয়ে যাওয়া নামায কাযাও করবে। কারো সম্পদ বা টাকা পয়সা আত্মসাৎ বা ছিনিয়ে নিলে তবে তাওবা তখনই পরিপূর্ণ হবে যখন তাকে তা ফিরিয়ে দিবে বা ক্ষমা চেয়ে নিবে। শুধুমাত্র Sorry বলে দেয়া বা ক্ষমা করে দাও বলে দেয়া যথেষ্ট নয়, যতক্ষণ ঐ ব্যক্তি হক ক্ষমা করে দিবে না। তবে হ্যাঁ! যদি ঐ ব্যক্তি মারা যায় তবে তার ওয়ারিশকে টাকা ফেরত দিবে, যদি ওয়ারিশও না থাকে বা জানা নেই যে, কার কার থেকে টাকা ছিনিয়ে নিয়েছে, তবে তত পরিমাণ টাকা ফকীর বা মিসকিনকে খয়রাত করে দিবে। বান্দার হকের বিধান সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনার **"জুলুমের পরিনতি"** রিসালাটি অধ্যয়ন করুন।

ধীরে ধীরে নয় সাথেসাথেই সংশোধন হওয়া উচিৎ

যাই হোক, ধীরে ধীরে সংশোধনের মানসিকতা বানিয়ে রাখা বিপদ জনক হতে পারে, কেননা মৃত্যু শুধু বৃদ্ধ, ক্যান্সার বা হার্টের রোগীদেরই আসে এমন নয়, প্রতিদিন জানিনা কতযে যুবক দূর্ঘটনার শিকার হয়ে হঠাৎ মৃত্যুর ঘাট অতিক্রম করে যাচ্ছে। বন্যা ও ভূমিকম্পের মাধ্যমেও হঠাৎ মৃত্যু এসে যায়।

২ লাখ ২০ হাজারের চেয়েও বেশি মৃত্যু

কিছুদিন পূর্বের ঘটনা, সুনামীর (সামুদ্রিক ভূমিকম্প) এই আপদ যা কিনা হঠাৎই অবতীর্ণ হয়েছিলো। ২০-০১-২০০৫ সালের খবরের কাগজের সংবাদ অনুযায়ী এই আপদে এগারো দেশের মৃতের সংখ্যা ২ লাখ ২০ হাজারের চেয়েও বেশি, এই দূর্ঘটনায় সর্বোপরি শিক্ষাই নিহিত, তা পুরো পৃথিবীকে নাড়া দিয়েছে, কিন্তু আহ! গুনাহ কমে গেছে বলে শুনা যায়নি! শিক্ষার জন্য দৈনিক পত্রিকার ২০-০১-২০০৫ সালের একটি আর্টিক্যাল প্রয়োজনীয় সংশোধন সহকারে উপস্থাপন করছি।

সামুদ্রিক ভূমিকম্পের ধ্বংসলীলা

"ইন্দোনেশিয়া" এর বিভাগ **"আ'চে"** এর রাজধানী বান্দা আ'চে **"সুনামী"** অর্থাৎ সামুদ্রিক ভূমিকম্পে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত

হয়েছে। শুধুমাত্র এই শহরেই মৃতের সংখ্যা এক লাখের চেয়েও বেশি। **"বান্দে আ'চে"**তে অবস্থানরত সাংবাদিক এই শহরে ধ্বংসযজ্ঞের সচক্ষে দেখা অবস্থা বর্ণনা করে বলেন যে, এটি সবুজ শ্যামল, সুন্দরে পরিপূর্ণ অন্য কোন শহর নয়, ২৬ ডিসেম্বর ২০০৪ সালের পূর্বের বান্দা আ'চেই। অতঃপর সুনামী (অর্থাৎ সামুদ্রিক ভূমিকম্প) এলো এবং তা মুহূর্তেই এই হাস্যোজ্জল শহরকে ধ্বংসস্তুপে পরিনত করে দিলো। সুনামী নিজের সাথে শুধু এই শহরের সৌন্দর্য এবং সতেজতা নিয়ে গেলো না বরং হাজারো বংশকে ধ্বংস এবং হাজারোকে পঙ্গু করে দিলো। একটি বেসরকারি ইন্দোনেশিয় সংস্থার আদম শুমারী অনুযায়ী সাড়ে তিন লক্ষ অধিবাসীর **"বান্দা আ'চে"** এর প্রায় ৬০ ভাগ অধিবাসী সুনামীর ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। এই শহরে এখনো বিভিন্ন স্থানে লাশ পড়ে আছে এবং প্রতিদিন হাজারো লাশকে একত্রে দাফন করা হচ্ছে। যারা সুনামী থেকে বেঁচে গেছে তারা ক্যাম্পে এক বুক যন্ত্রণা নিয়ে হারিয়ে যাওয়াদের স্মরণ করছে। এখানে অনেক লোক এমন, যারা নিজেদের পুরো পরিবার হারিয়েছে, তাদের চোখের হতাশা ও অনুসন্ধান কখনোই শেষ হওয়ার নয়, এরা ঐ লোক, যারা নিজেদের চোখের সামনে নিজের প্রিয় লোকদের মৃত্যু মুখে যেতে দেখেছে, তাদের দুঃখের গভীরতার অনুমানও করা যাবে না। প্রথমে ভূমিকম্প শহরকে কাঁপিয়ে দিয়েছে অতঃপর সুনামী সেই তান্ডব চালিয়েছে যা এই প্রজন্ম দুনিয়ার কোথাও তা দেখেনি।

বলা হচ্ছে, যদি এই তুফান দিনের পরিবর্তে রাতের বেলায় হতো তবে হয়তো তারা বাঁচতো না, সুনামী যেদিক দিয়ে গেছে পথে আসা সকল কিছুই তছনছ করে দিয়ে গেছে এবং পিছনে শুধু ধ্বংসস্তুপ এবং মৃত্যু রেখে গেছে। **"বান্দা আ'চে"** এর মধ্যখানে বয়ে চলা এই শান্ত নদী উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়, কিন্তু সুনামীর প্রবল এই তুফান একে দক্ষিণ থেকে উত্তরের দিকে বয়ে যেতে বাধ্য করে দিয়েছে।

এরূপ ঘটনা নতুন নয়

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! খোদার শপথ! এই নতুন ঘটনাটি আমাদের জন্য শিক্ষা স্বরূপ, এখনো কি আমরা তাওবা করতে প্রস্তুত হবো না? ধ্বংসযজ্ঞতার এই ঘটনা নতুন নয়, এরূপ পূর্বেও হয়েছে, যার সংবাদ আমাদেরকে **আল্লাহ পাকের** সত্য কিতাবই দিচ্ছে, তবে কোরআনি ঘটনাবলী এবং বর্তমানকার ধ্বংযজ্ঞতার ঘটনাবলীতে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে, কোরআনে করীমে বর্ণনাকৃত ঘটনাবলীতে ধ্বংযজ্ঞতা **আল্লাহর** আযাব হওয়া সম্পর্কে আমরা নিশ্চিতভাবে জানি আর বর্তমান ঘটনাবলী আযাব হওয়া আর না হওয়া উভয়টিরই সম্ভাবনা রয়েছে, কিন্তু এতটুকু তো নিশ্চিত যে, যেই লোকেরা এই তুফান, বন্যায় মারা গেছে তাদের দুনিয়া শেষ হয়ে গেছে এবং আখিরাতের পর্যায় শুরু হয়ে গেছে, তাছাড়া তাওবা ও নেকীর সুযোগও শেষ হয়ে গেছে, সুতরাং আমাদের জন্য এই বর্তমান

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না।" (হাকিম)

সময়কার ঘটনাবলীতেও নিশ্চিত শিক্ষা রয়েছে। যেমনটি ২৫তম পারার সূরা দুখান এর ২৫-২৯নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

كَمْ تَرَكُوْا مِنْ جَنّٰتٍ وَّ عُيُوْنٍ ﴿۲۵﴾
وَّ زُرُوْعٍ وَّ مَقَامٍ كَرِيْمٍ ﴿۲۶﴾
وَّ نَعْمَةٍ كَانُوْا فِيْهَا فٰكِهِيْنَ ﴿۲۷﴾
كَذٰلِكَ ۫ وَ اَوْرَثْنٰهَا قَوْمًا اٰخَرِيْنَ
﴿۲۸﴾ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَآءُ
وَ الْاَرْضُ وَ مَا كَانُوْا مُنْظَرِيْنَ ﴿۲۹﴾

(পারা ২৫, সূরা দুখান, আয়াত ২৫-২৯)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: তারা কত বাগান ও প্রস্রবণ ছেড়ে গেছে এবং ক্ষেত ও উত্তম বাসস্থান; এবং নিয়ামতগুলো, যেগুলোর মধ্যে তারা সুখী ছিলো। আমি অনুরূপই করেছি; এবং সেগুলোর উত্তরাধিকারী অন্য সম্প্রদায়কে করে দিয়েছি। সুতরাং তাদের জন্য আসমান ও জমিন ক্রন্দন করেনি এবং তাদেরকে অবকাশ দেয়া হয়নি।

দুনিয়া মন লাগানোর স্থান নয়

হে আশিকানে রাসূল! আপনারা কি চিন্তা করেছেন? উন্নত উন্নত বাড়ি নির্মাণকারীরা, সুন্দর বাগান সজ্জিতকারীরা এবং শষ্য শ্যামল ক্ষেত উৎপাদনকারীরা দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে গেছে এবং তাদের রেখে যাওয়া সম্পদের ওয়ারিশ অন্যদের বানিয়ে দেয়া হয়েছে, তাদের জন্য না জমিন কান্না করেছে, না আসমান, না তাদেরকে সুযোগ দেয়া হয়েছে, তাদের নাম ও নিশানা মিটিয়ে দেয়া হয়েছে, তাদের আলোচনা শেষ হয়ে গেছে, ব্যস এখন তারা আছে তাদের আমল নিয়ে। আর এই দুনিয়া হচ্ছে শিক্ষাই শিক্ষা।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।" **(আব্দুর রাজ্জাক)**

জাহাঁ মে হে ইবরত কে হার সু নমুনে মগর তুঝ কো আন্ধা কিয়া রঙ ও বু নে
কভী গউর সে ভী ইয়ে দেখা হে তু নে জু আবাদ থে ওহ মহল আব হে সুনে
জাগা জি লাগানে কি দুনিয়া নেহী হে ইয়ে ইবরত কি জা হে তামাশা নেহী হে।
জাহাঁ মে কাহিঁ শোরে মাতম বাপা হে কাহিঁ ফকীর ও ফাকে সে আহ ও বুকা হে
কাহিঁ শিকওয়ায়ে জোর ও মকর ও দাগা হে গরয হার তরফ সে এহি বস সদা হে
জাগা জি লাগানে কি দুনিয়া নেহী হে ইয়ে ইবরত কি জা হে তামাশা নেহী হে।

করে নাও তাওবা, আল্লাহ্ পাকের দয়া অনেক মহান

হে আশিকানে রাসূল! আপনাদের কারো ব্যাপারে এই ঘোষনা আসার পূর্বে যে, তার ইন্তিকাল হয়ে গেছে, দ্রুত গোসল প্রদানকারীকে ডাকো, গোসলের খাট নিয়ে চলে আসছে, গোসল দেয়া হচ্ছে...., কাফন পরিধান করানো হচ্ছে...., অতঃপর অন্ধকার কবরে নামিয়ে দেয়া হচ্ছে। এসব হওয়ার পূর্বেই মেনে নিন, দ্রুত গুনাহ থেকে সত্যিকার তাওবা করে নিন। এখনো তাওবার সময় আছে।

করলে তাওবা রব কি রহমত হে বড়ি কবর মে ওয়ারনা সাজা হোগী কড়ি।

বাগানের দোলনা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মৃত্যুর প্রস্তুতি, কবর ও হাশর এবং পুলসিরাত অতিক্রম করাতে সহজতা অর্জনের আগ্রহ আপনার মাঝে সৃষ্টি করার জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুন্নাত প্রশিক্ষণের কাফেলায় আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করাকে নিজের অভ্যাসে পরিনত করে নিন। اَلْحَمْدُ لِلّٰه কাফেলায় **আল্লাহ পাকের** দয়ায় সফর

করার সত্যিকার নিয়্যতও মুক্তির কারণ হতে পারে, যেমনটি হায়দারাবাদের একটি মহল্লায় এলাকায়ী দাওরায় প্রভাবিত হয়ে একজন মর্ডাণ যুবক মসজিদে এসে গেলো, সুন্নাতে ভরা বয়ানে কাফেলায় সফর করার উৎসাহ প্রদান করা হলে, সে কাফেলায় সফর করার জন্য নাম লিখিয়ে দিলো। কাফেলায় তার যাত্রার কিছুদিন পূর্বে **আল্লাহ পাকে**র ইচ্ছায় তার ইন্তিকাল হয়ে গেলো। পরিবারের কেউ স্বপ্নে তাকে এই অবস্থায় দেখলো যে, সে একটি সবুজ শ্যামল বাগানে হাসিখুশি দোলনায় দুলছিলো। জিজ্ঞাসা করা হলো: এখানে কিভাবে এলে? উত্তর দিলো: **"দা'ওয়াতে ইসলামী**র কাফেলার সাথে এসেছি, **আল্লাহ পাকে**র দয়া, আমার মাকে বলে দিবেন যে, তিনি যেনো আমার জন্য দুঃখ না করে, আমি এখানে অনেক প্রশান্তিতে আছি"

লুটনে রহমতেঁ কাফেলে মে চলো — সিখনে সুন্নাতেঁ কাফেলে মে চলো।
করলো আব নিয়্যতেঁ কাফেলে মে চলো — পাওগে জান্নাতে কাফেলে মে চলো।

হে আশিকানে রাসূল! এসব **আল্লাহ পাকের** ইচ্ছা যে, চাইলে কোন একটি গুনাহের কারণে গ্রেফতার করতে পারেন আর চাইলে কোন একটি নেকীর কারণে ক্ষমা করে দিতে পারেন বা আপন **প্রিয় মাহবুব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শাফায়াতে অথবা শুধুমাত্র **তাঁর** দয়ায় বিনা হিসাবে ক্ষমা করে দিতে পারেন। ২৪তম পারার সূরা যুমারের ৫৩নং আয়াতে **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।" **(কানযুল উম্মাল)**

قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا ؕ اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ﴿۵۳﴾

(পারা ২৪, সূরা যুমার, আয়াত ৫৩)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আপনি বলুন, হে আমার ঐ বান্দাগণ! যারা নিজেদের আত্মার প্রতি অবিচার করেছো, **আল্লাহ**র অনুগ্রহ থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় **আল্লাহ** সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেন। নিশ্চয় তিনিই ক্ষমাশীল, দয়ালু।

সাবকাত রাহমতি আলা গাদাবী
আ'সরা হাম গুনাহ গারোঁ কা

তু নে জব সে সুরা দিয়ো ইয়া রব!
অউর মজবুত হো গিয়া ইয়া রব!

তু হাসান কো উঠা হাসান করকে
হো মাআল খাইর খাতেমা ইয়া রব

এই রিসালাটি পাঠ করার পর সাওয়াবের নিয়্যতে অপরকে দিয়ে দিন।

মদীনার ভালবাসা, জান্নাতুল বাক্বী, ক্ষমা ও বিনা হিসাবে জান্নাতুল ফিরদাউসে প্রিয় আক্বা ﷺ এর প্রতিবেশী হওয়ার প্রত্যাশী।

১৫ই রজব ১৪৩৬ হিঃ
০৫-০৫-২০১৫ ইং

"পুলসিরাতের ভয়াবহতা" (ক্যাসেট) অবস্থা পরিবর্তন করে দিলো

কুসুরের (পাঞ্জাব) এক ইসলামী ভাই বিভিন্ন মন্দ কাজে লিপ্ত ছিলো। সিনেমা নাটক দেখা, খেলাধুলায় সময় নষ্ট করা তার প্রিয় ছিলো। একবার রমযানুল মুবারকের আগমন হলে তারও নামাযের জন্য মসজিদে যাওয়ার সৌভাগ্য নসীব হতে লাগলো। সেখানে

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।" **(কানযুল উম্মাল)**

দা'ওয়াতে ইসলামীর একজন যিম্মাদার ইসলামী ভাই **ফয়যানে সুন্নাত** থেকে দরস দিতো। দরসের পর সে সুন্দরভাবে মুচকি হেসে আনন্দচিত্তে সাক্ষাত করতো, তার এই ধরনে সে অনেক প্রভাবিত হলো। বিশেষকরে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মুবাল্লিগের **"প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!"** বলাটা অনেকদিন পর্যন্ত তার কানে রস ঢালতে লাগলো। একদিন সে তার সাথে খুবই উৎফুল্লতা সহকারে সাক্ষাত করলো এবং **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহণের দাওয়াত দিলো, সে নিয়্যত করে নিলো। বৃহস্পতিবার আসার পূর্বে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত বয়ানের ক্যাসেট **"পুলসিরাতের ভয়াবহতা"** কোথাও পেলো। সে মনযোগ সহকারে বয়ানটি শুনতে লাগলো। **"পুলসিরাত"** এর নাম তো সে আগেও শুনেছে কিন্তু পুলসিরাত পার করার পর্যায়টি এতো ভয়ঙ্কর, তা জানা ছিলো না, বয়ান শুনে জানতে পারলো। যখন সে নিজের গুনাহ, দূর্বল শরীরের প্রতি দৃষ্টি দিলো তখন তার চোখে অশ্রু এসে গেলো যে, পুলসিরাত কিভাবে পার হবো! সুতরাং সে আপন প্রতিপালকের অবাধ্যতা থেকে তাওবা করে সংশোধন হওয়ার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করে নিলো। اَلْحَمْدُ لِلّٰه **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুন্নাতে ভরা মাদানী পরিবেশের বরকতে সুন্নাত অনুযায়ী দাঁড়ি শরীফ, পাগড়ী এবং সাদা পোষাক এখন তার শরীরের অংশে পরিনত হলো। **(এই রিসালাটি উল্লেখিত ক্যাসেটের সংশোধিত ও সংযোজিত লিখিত রূপ)**

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করো, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।" (জামে সগীর)

ইকামতের পর ইমাম সাহেব এভাবে ঘোষনা করুন

নিজের পায়ের গোড়ালী, গর্দান এবং কাঁধ সোজা করে কাতার সোজা করে নিন, দু'জনের মাঝে জায়গা ছেড়ে দেয়া গুনাহ, কাঁধের সাথে কাঁধ ভালভাবে লাগিয়ে রাখা ওয়াজিব, কাতার সোজ রাখা ওয়াজিব এবং যতক্ষণ প্রথম কাতার (উভয়দিকে) পূর্ণ হবে না, জেনে শুনে পিছনে নামায শুরু করে দেয়া ওয়াজিব বর্জন করা, নাজায়িয ও গুনাহ। ১৫ বছরের ছোট অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশুদেরকে কাতারে দাঁড় করাবেন না, তাদেরকে কোনায়ও পাঠবেন না, ছোট শিশুদের জন্য একেবারে পিছনে আলাদা কাতার বানান।

(বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৭/২১৯-২২৫)

তথ্যসূত্র

কিতাব	প্রকাশনা	কিতাব	প্রকাশনা
কুরআনে পাক		জামেউস সগীর	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া
তাফসীরে খাযায়িনুল ইরফান	মাকতাবাতুল মদীনা	আয যুহুদ লি ইবনে মুবারক	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া
বুখারী	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া	মিরকাতুল মনিাজিহ	দারুল ফিকির
আবু দাউদ	দারু ইহইয়াউত তুরাসিল আরাবী	আল বদরুস সাফির	মুসাসাতুল কিতাবুস সাকাফিয়া
তিরমিযী	দারুল ফিকির	বাহরুদ দুমু	মাকতাবা দারুল ফজর
ইবনে মাজাহ	দারুল মারেফা	তাম্বিহুল মুগতারিন	দারুল মারেফা
মুসনাদে ইমাম আহমদ	দারুল ফিকির	ইহইয়াউল উলুম	দারু সদর
মুজামু আওসাত	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া	আত তাখফিফ মিনান নার	মাকতাবা দারুল বয়ান
মুস্তাদরিক	দারুল মারেফা	বাহারে শরীয়াত	মাকতাবাতুল মদীনা
শুয়াবুল ঈমান	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া	হাদায়িকে বখশীশ	মাকতাবাতুল মদীনা
হিলইয়াতুল আউলিয়া	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া	ওয়াসায়িলে বখশীশ	মাকতাবাতুল মদীনা
মুজামুয যাওয়ায়িদ	দারুল ফিকির	❁❁❁❁	❁❁❁❁

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

নেক-নামাযী হওয়ার জন্য

প্রত্যেক বৃহস্পতিবার ইশার নামাযের পর আপনার শহরে অনুষ্ঠিত দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টির জন্য ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে সারা রাত অতিবাহিত করুন। ❁ সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য আশিকানে রাসূলের সাথে প্রতি মাসে তিন দিন কাফেলায় সফর এবং ❁ প্রতিদিন "পরকালিন বিষয়ে চিন্তা ভাবনা" করার মাধ্যমে নেকীর কাজ পুস্তিকা পূরণ করে প্রত্যেক মাসের ১ম তারিখ আপনার এলাকার যিম্মাদারকে জমা করানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন।

আমার মাদানী উদ্দেশ্য: "আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।" اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ নিজের সংশোধনের জন্য নেকীর কাজ পুস্তিকার উপর আমল এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের জন্য "কাফেলায়" সফর করতে হবে। اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ষোলশহর মোড়, ৩,আর, নিজাম রোড, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬
ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭
কে. এম. ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৫৫৫০৩৫৯৯
ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৭২২৬৫৪৩৫২
E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, bdtarajim@gmail.com, Web: www.dawateislami.net